এই কেতাবের নাম
শুন যত খাছ আম

কেন লোক গরীব হয়

এবং

কি কি কাজে ধনী হয়।

অর্থাৎ

কি কি কারণে লোক দরিদ্র এবং কি কি কাজে ঋণ হইতে মুক্ত হইয়া অর্থশালী হয় তাহা গোতালেবে রসিদীয়া, ফাতাওয়ায় আজিজীয়া, আমালে কোরাণী, তোফাতুন্নাছায়েহ ইত্যাদি কেতাব হইতে নকল করিয়া

এক হাজার কেতাব প্রথম বার ছাপাইলাম।

রচক ও প্রকাশক—
মৌলবী মহাম্মদ আক্রাম আলী।
সাং সুবিদপুর, পোঃ আঃ পাইকপাড়া, জিলা ত্রিপুরা।

নোয়াখালী—নোয়াখালী-যন্ত্রে এ. মজিদ দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য ৵০ আনা মাত্র।
1917

Noakhali
BENGAL LIBRARY
1917

এই কেতাবের নাম
শুন যত খাছ আম

কেন লোক গরীব হয়
এবং
কি কি কাজে ধনী হয়।

অর্থাৎ

কি কি কারণে লোক দরিদ্র এবং কি কি কাজে ঋণ
হইতে মুক্ত হইয়া অর্থশালী হয় তাহা গোতালেবে
রসিদীয়া, ফাতাওয়ায় আজিজীয়া, আমালে
কোরাণী, তোহফাতুন্নাছায়েহ ইত্যাদি
কেতাব হইতে নকল করিয়া
এক হাজার কেতাব প্রথম
বার ছাপাইলাম।

রচক ও প্রকাশক—
মৌলবী মহাম্মদ আক্রাম আলী।
সাং সুবিদপুর, পোঃ আঃ পাইকপাড়া, জিলা ত্রিপুরা।

নোয়াখালী—নোয়াখালী-যন্ত্রে এ. মজিদ দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য ৵০ আনা মাত্র।
1917

IMPE[illegible]

কেন লোক গরিব হয়

এবং

কি ২ কাজে ধনী হয়।

আল্লার নামের পরে ধরিনু কলম। যাহার কুদ্রতে পয়দা তামাম আলম॥ মালেক কারছাজ সেই ছারে দুনিয়ার। চাহে যাকে দেয় তাকে মুলুক অপার॥ তাতে পৃথিবীতে গম নাহি রহে তার। কোঠা বালাখানা কত ছেপাহী চোবদার॥ যারে চাহে মুলুক তার নেয় ছিনাইয়া। কড়ার ভিকারী হয় ঘুরে বেড়াইয়া॥ খাইতে না পায় খানা থাকিতে না স্থান। কত কষ্টে চিরকাল করয় গুজরাণ॥ মহাম্মদ রাছুলুল্লা পেয়ারা আল্লার। উম্মতের গমে সদা ছিলেন বেকারার॥ হামেসা উম্মতের জন্য খায়ের খা ছিলেন। নেক বদ সব কথা প্রকাশ করিলেন॥ কি ২ কাজে গরিব কি ২ কামে ধনী হয়। রাস্ট পস্ট কহিয়া গেলেন দয়াময়॥ এ কালে ও উম্মতের চাহিলেন নাজাত। পরকালে ফের করিবেন সাফায়াত॥ তিনির অবাধ্য হৈয়া যদি কেহ চলে। এথা সেথা গতি তার নহে কোন কালে॥ দুনিয়াতে নানা মছিবতে গেরেপ্তার। আখেরেতে

দোজখেতে হইবে আঙ্গার॥ আল্লা আর রাছুলের যেবা তাবেদার। দোন জাহানেতে তার খুসি বেশুমার॥ গরিবী চলিয়া যাবে হবে তাওয়াঙ্গার। কোন মতে আল্লা চাহে গম নাহি তার॥ কষ্ট হৈলেও তাহা মিষ্ট বোধ হবে। সত্য মিথ্যা জানে ইহা নেক লোকে সবে॥ এই জমানার লোকের অবস্থা দেখিয়া। অস্থির হইনু দেল গেল ঘাব-রাইয়া॥ খাইতে না পায় খানা বস্ত্র নাহি গায়। দিনেক দুই দিন তক অনাহারে যায়॥ ছেরে টুপি নাহি লেংটী পরিতে না পায়। এতেক কষ্টের সাতে জনম কাটায়॥ ভাঙ্গাঘরে বাস করে বন নাহি চালে। ঝড় ও বৃষ্টিতে থাকে কত কষ্ট হালে॥ শুইবারে কাটা কুটা বিছানা না পায়। আহা সে দুঃখের কথা লিখন কি যায়॥ মাল দৌলত তালুক জমা যাহার যা ছিল। সেও ঋণ গ্রস্থ হৈয়া সব খোয়াইল॥ অতি ইজ্জত ছিল যার লোকের সমাজে। অদ্য এত দুঃখী মুখ না দেখায় লাজে॥ এ জন্যেতে কিছুকাল কোশেষ করিয়া। কতেক কেতাব হৈতে চুনিয়া ২॥ কি ২ কামে লোক পরে গরিবী আসয়। আর কোন ২ কাজে অর্থশালী হয়॥ আর ঋণ হৈতে মুক্ত হইবার তরে। কি কি উপায় আছে দলিল অনুসারে॥ সেই সব কথা লোকের ফায়দার লাগিয়া। নিম্নলিখিত কেতাবগুলিকে দেখিয়া॥ লেখে দিনু তাতে যেন পড়িয়া শুনিয়া। ফায়দা উঠাইয়া লয় আমল করিয়া॥ যেসব কেতাব

হৈতে দিলাম লিখিয়া। সে সব কেতাবের নাম শুন মন দিয়া॥ তোহফাতন্নাছায়ে এক কেতাবের নাম। বড় মোতাবার তাহা জান খাছআম॥ মোতালেবে রসিদীয়া কেতাব দোছরা। মাজমোয়া মৌলুদসরিপ জানিবে তেছরা॥ চতুর্থ কেতাব ফাতাওয়ায়ে আজিজীয়া। আমালে কোরাণী পঞ্চম জানিবে লইয়া॥ আরও কতেক কেতাব হইতে লিখিনু। বাজে স্থানে কেতাবের নাম লিখি দিনু॥ এ কেতাব পরে যেবা আমল করিবে। খোদার ফজলে তার গরিবী ছুটীবে॥ মালে তাওাঙ্গার হবে খুষি চিরকাল। ঋণ হৈতে মুক্তি তারে দিবে জোলজালাল॥ মহাম্মদ আক্রামআলী অধিনের নাম। বিদ্যা বুদ্ধি নাহি কিছু সদা বদকাম॥ জিলা ত্রিপুরাতে মহকুমা চাঁদপুর। পোষ্টাফিষ পাইকপাড়া সবাকে মসহুর॥ সুবিদপুর নামে এক প্রকাশিত গ্রাম। বুদবাস সেই স্থানে আছয় মোদাম॥ মিএগজান হয় মোর পিতাজির নাম। লোকান্তর হৈল তিনি জান খাছআম॥ দোয়া করিবেন সবে নিকটে খোদার। বেহেস্তে পঁছায় যেন পিতাকে আমার॥ মাতাছাহেবানী মোর আছে জীবমান। আল্লাতালা গুণাখাতো মাফ দেয় তান॥ তোহফাতল এছলাম কেতাব পহেলা লিখিনু। তার পরে মৌলুদে দেল পছন্দ ছাপাইনু॥ ফাজায়েলে দরুদ ও ফাওয়ায়েদে মৌলুদ। তার সাথে লিখি দিনু আছয় মৌজুদ॥ দুই কেতাব সেই নামে জাল হইয়াছে। প্রকাশ করিনু ইহা সবাকার

কাছে॥ মোর নাম দেখি যদি খরিদ করিবে। মকছুদ পুরিবে আর নাহি পস্তাইবে॥ তৎপর হক নছিহত লিখিলাম। জানা আছে এই কথা যত খাছ আম॥ তার পরে এ কেতাব দিতেছি লিখিয়া। আমল করহ সবে পড়িয়া শুনিয়া॥ কেন লোক গরিব হয় নাম রাখিলাম। কি ২ কাজে ধনী হয় তাও লিখিলাম॥ ফাতাওার কেতাব এক লিখিতেছি এবে। দোয়া দিবে এ বিষয় যত ভাই সবে॥ মোর হক্কে এই কাজ হৈল অতি ভারি। চিন্তা করি ছাপাইতে পারি কি না পারি॥ আল্লাতালা যদি তাতে হয় মদদগার। আবশ্য মনের বাঞ্ছা পুরিবে আমার॥ ফাতাওয়ায় আক্রামীয়া নাম রাখিলাম। ফের তারে বাঙ্গালা ভাষায় লিখিলাম॥ প্রথম খণ্ড উভয়ের ছাপাইতে চাই। দয়া যদি করে এতে ছোবহান এলাই॥ জরুরী বহুত মোছলা লিখিনু উহাতে। দলিল নকল করিয়াছি সাতে ২॥ অধিনের প্রতি দোয়া করিবে সবাই। হার হালে রাজী যেন থাকে তাকে সাঁই॥

কি ২ কারণে লোক গরিব হয়।

গরিবী অবস্থা হয় কি ২ কারণেতে। লিখিতেছি সেই সব শুন সকলেতে॥ জনব অর্থাৎ গোছলের হাজত ওালায়। গরিব হবে না পাকিতে খানা যদি খায়॥ কিন্তু যদি হাত মুখ ধুইয়া খাইবে। তাহাতে গরিবী হাল নাহিক হইবে॥ নাঙ্গা হইয়া পেসাব করা গরিবীর নিষান। রাত্রে ঘরে ঝাড়ু দেওয়া সেই

মত জ্ঞান ॥ আর সেই তৃণ আদি দরওাজার নীচে। নাহি ফেল মানা তাহা কেতাবের বিচে ॥ দাঁতের দ্বারায় নাখুনকে তরাষণ। পায়জামার দ্বারা জান মুখকে পোছন ॥ ফকির হইতে রুটী খরিদ করণ। দান যদি করে ফকির তবু তা খাওন। গরিবীর চিহ্ন এসব কেতাবে বয়ান। এছাকাম নাহি কর যত মোছল-মান ॥ মাতা ও পিতার নাম ধরিয়া ডাকন। বেআদবী হয় আর গরিবী লক্ষণ ॥ নাভীর নীচের পসম চল্লিশ দিন হৈতে। বেশী রাখা এসব চিহ্ন হয় গরিবীতে ॥ আর সে পসম কেঁচির দ্বারায় ফেলন। হাদিছে আসিছে তাহা গরিবী লক্ষণ ॥ উকুন ধরিয়া তাকে নাহিক মারণ। ইহাও গরিবীর চিন জান বন্ধুগণ ॥ উকুনকে না মারণ বেআদবী হয়। মারিয়া দাফন করা কেতাবে লিখয় ॥ না মারিলে ভুল দোষে হবে গেরেপ্তার। ভুল সদা হবে আর গরিব লাচার ॥ আপন পরার কাপড়ের আঁচলেতে। হাত মুখ ছাপ করা গরিবী তাহাতে ॥ ফজরের ওক্তে জান শুইয়া থাকন। হাদিছে আসিছে তাহা গরিবী লক্ষণ ॥ দোন হাত না ধুইয়া আহার করণ। তাও গরিবীর চিন কেতাবে লিখন ॥ স্ত্রী পুত্র সঙ্গে সদা বিবাদ করণ। আর বিনি অপরাধে স্ত্রীকে মারণ ॥ জুলুম ও ফখর করা স্ত্রীর উপর। খোদার না খুষি এতে হাদিছে খবর ॥ মুর্দ্দারের নিকটেতে বসিয়া খাওন। গরিবীর নিষান ইহা কেতাবে লিখন ॥ খেলাল করিলে দাঁত হৈতে যা নিকলে।

দূর না করিয়া যদি উহা খেয়ে ফেলে॥ তাতেও গরিবী আসে কেতাবে প্রচার। নাহি ভুলো এই কথা যত দিনদার॥ ফুকিয়া চেরাগ নিভান গরি-বীর চিন। ধুঞা নাকে গেলে দোষ ঘটীবে কঠিন॥ উলটীয়া রৈলে জুতা দেখিতে পাইলে। গরিব হইবে তাহা সিধা না করিলে॥ উল্টা জুতা পরে জান সয়তান বসয়। দৌলতে বেজাওয়াল নামক কেতাবে লিখয়॥ গালী দেওয়া বদদোয়া করা সন্তানকে। গরিবীর চিহ্ন ইহা জান সব লোকে॥ ঝিড়কন ফকির আর ছায়েলের তরে। ইহাও গরিবী নিষান জান বেরাদরে॥ ঘরে ঝাড়ু নাহি দেওয়া গরিবী লক্ষণ। ফের ঝাড়ু দিয়া তৃণ আদি না ফেলন। মগরেবের নামাজ বাদে এসার পূর্ব্বেতে। ঘুমান গরিবীর চিন এই সময়েতে॥ মকরু লিখয় ইহা ফেকার কেতাবে। শরীর অসুস্থ হবে নিদ্রা যেবা যাবে॥ জানাবতের অবস্থায় হাজামত বানান। কোরাণ সরিপে হাত বেঅজু লাগান॥ আর বেঅজুতে পড়া কোরাণ মজিদ। এসব গরিবীর চিহ্ন করিনু তাকিদ॥ অন্ধকার ঘর মধ্যে খানা কে খাওন। গরিবীর নিষান ইহা রাখিখে স্মরণ॥ শনি রবি বুধবার এ তিনো রাত্রেতে। ছোহব্বত করা নিজ স্ত্রীর সঙ্গেতে॥ ইহাও গরিবীর চিন জান মোছলমান। এয়াদ রাখিয়া জেমাকর সাব-ধান॥ ঐ তারিখেতে হামেল হইলে আওরত। বেসরম হবে সেই সন্তান আলবত॥ আর সেই

ছেলে বদবক্ত ও গরিব হবে। ভাল ওক্ত দেখে স্ত্রী সঙ্গে মিলো সবে॥ পথেও ফলদার কোন বৃক্ষের নীচেতে। কিবা ছায়াদার কোন গাছের তলেতে॥ পেসাব করণ জান গরিবীর চিন। ফেকাতে তা মকরু লেখে করিবে একিন॥ ঝাড়া ও পেসাব করা উদিলা মাথায়। গরিবী ও মকরু তাহা জানিবে সবায়॥ টুটা ফাটা কাঙ্গি দিয়া কাঙ্গী যে করণ। গরিবীর চিহ্ন ইহা রাখিবে স্মরণ॥ গরিবী লক্ষণ নাঙ্গাছেরে খানা খাওয়া। সেই মত নাঙ্গাছেরে বাজারেতে যাওয়া॥ অপর ব্যক্তির কাঙ্গি দিয়া কাঙ্গি করা। গরিবীর চিহ্ন ইহা না কর এধারা॥ হাওজ কি পুকুর কিবা চলা চল পানিতে। পেসাব করণ গরিবীর চিন তাতে॥ মকরু তাহা লেখে জান ফেকার কেতাবে। এছা কাম না করিবে আকেল যে হবে॥ ইহা দ্বারা ভুল দোষে আবর্দ্ধ হইবে। এয়াদ রাখিয়া সবে আমল করিবে॥ কোনও বুজরগ কহিছেন এমতন। ভুল দোষ হয় পাঁচ কাজেতে সৃজন॥ প্রথমে হাওজ আর পুকুর মাঝার। পেসাব করণ জান যত দিনদার॥ দ্বিতীয় ছাইর পরে পেসাব করণ। তৃতীয়েতে ইন্দুরের ঝুটাকে খাওন॥ চতুর্থেতে কেবলাদিকে পেসাব করণ। পঞ্চমে যাবৎ জীবন হারাম খাওন॥ কিন্তু শুক্‌না স্থান পাওয়া না যায় যে খানে। পানিতে পেসাব করা রাওয়া সেই স্থানে॥ বিস্তারিতরূপে মোর ফাতাওা মাঝার।

লিখিয়াছি এই মোছলা জান দিন দার॥ অবস্ত্র শয়ণ করা গরিবীর চিন। এছা কাম না করিবে যতেক মমিন॥ পুকুর ও হাওজ মধ্যে অবস্ত্রে নামন। গরিবীর চিন ইহা কেতাবে লিখন॥ গোছলের স্থানে আর অজুর জায়গায়। পেসাব করা গরিবীর চিহ্নে ধরা যায়॥ পেসাবের স্থানে অজু নাহিক করিবে। ইহাও গরিবীর চিন এয়াদ রাখিবে॥ পায়জামা ও লোঙ্গি শয়ন করার কালেতে। খুলিয়া রাখিয়া দেওয়া মাথার নীচেতে॥ তাতেও গরিবী আসে রাখিবে স্বরণ। ফের তাতে ডরান্বিত দেখয় স্বপণ॥ মছজিদ মধ্যে আর অজুর বিচেতে। দুনিয়ার কথা কহা লেখে গরিবীতে॥ আর তাহা মকরু লেখে ফেকার মাঝার। কথা নাহি কহ তাতে যত দিনদার॥ মাটী কি চীনির টুটা বাসনে খাওন। গরিবীর চিহ্ন ইহা জান বন্ধুগণ॥ টুটা কিবা গিরাদার কলম দ্বারায়। লিখন গরিবীর চিন জানিবে সবায়॥ কলমের কাটা পদনীচেতে রাখন। ইহাও গরিবীর চিন রাখিবে স্বরণ॥ টুটা ফাটা পেয়ালাতে পানি না পিবেক। তাও গরিবীর চিন নাহি ভুলিবেক॥ মেহমান আসিলে পরে না খোষ হওন। গরিবীর চিহ্ন তাতে না ভুলো কখন॥ পায়খানা পেসাব ওক্তে কালাম করণ। অথবা এস্তেঞ্জা কালে কথা যে বলন॥ দস্তর খান বিছান বিনে খানাকে খাওন। খাইবার কালে রুটী দাঁতেতে কাটন॥ মেছওয়াকের মত কাপড়েতে

দাঁত মলন ॥ খানা খাওয়া পরে সে বাসনে হাত
ধোওন * ঘড়ার মধ্যে মুখ দিয়া পানি যে পিত্তন ॥
এ সব গরিবীর চিন রাখিবে স্মরণ * হাদিছেতে
আসিয়াছে এছাই খবর ॥ তক্বে রুজি হবে তিন
লোকের উপর * প্রথমে যে ছেলে মা বাপের নাফর-
মান ॥ রুজীতে বরকত তার না দিবে ছোবহান *
দ্বিতীয় যে আমানতে খেয়ানত করে ॥ তৃতীয় যে
কষ্ট দেয় হামছায়ার তরে * দরওয়াজাতে বসা
গরিবীর চিন হয় ॥ মাথা রাখি শোওয়া তাতে গরিবী
নিশ্চয় * পাগড়ী ও রুমাল দ্বারা ঘরকে ঝাড়ন ॥
তাও গরিবীর চিহ্ন রাখিবে স্মরণ * এক ওক্ত নামা-
জের বেশী সময় তক ॥ জনব থাকন তাতে গরিবী
বেসক * নাফরমানী মা বাপ আর পীর ওস্তাদের ॥
গরিবীর চিহ্ন এ সব কেতাবে জেকের * মা বাপকে
কষ্ট দেওয়া গরিবীর নিশান ॥ নামাজকে বুরা জান
গরিবী ফচান * মিথ্যা কথা কহা জান গরিবী লক্ষণ ॥
মিথ্যুকের পরে লানত করে নিরাঞ্জন * মিথ্যা কথা
কহিলে মুখের দুর্গন্ধেতে ॥ ফেরেস্তা তফাত হয় না আসে
কাছেতে * হাদিছেতে আসিয়াছে এছাই খবর ॥
এয়াদ রাখিবে ওহে যত বেরাদর * ঝুট বাতে
রেজেককে খাইয়া ফেলয় ॥ বহু নিদ্রা হায়াতকে
বিনাশ করয় * আস্তিন দ্বারায় মুখ পরিষ্কার করণ ॥
তাও গরিবীর চিন কেতাবে লিখন * নামাজেতে
আলস্যতা গরিবীর চিন ॥ এছা কাম না করিবে যতেক
মমিন * নামাজেতে যেই ব্যক্তি আলস্য করিবে ॥

ওয়ায়েল দোজখে তার ঠিকানা হইবে * ওস্তাদকে তুচ্ছ করা গরিবী নিশান ॥ মা বাপ হৈতে ওস্তাদ বড় করিবেক জ্ঞান * ওস্তাদকে তুচ্ছ করিবেক যেই জন ॥ চারি মছিবতে পড়িবেক সেই জন * প্রথমে এলেম তার ভুলিয়া যাইবে ॥ দ্বিতীয় রুজিতে তঙ্গী হামেসা দেখিবে * তৃতীয় জওয়ান কালে মরিবে সে জন ॥ চতুর্থ বেইমানে তার হইবে মরণ * বে সময় সোওয়া বসা গরিবী লক্ষণ ॥ আধোয়া পেয়ালা আর ডেগেতে খাওন * আর টুটা বাসনকে ঘরেতে রাখন ॥ রাত্রে বাসনের মুখ বন্ধনা করণ * হার কেছেমের কাঠে করণ খেলাল ॥ এসব গরিবীর চিন রাখিবে খেয়াল * ডালম্বের লাকড়িতে নিষেধ খেলাল ॥ পিছার সলাতে মানা জান নেক চাল * মিথ্যা কছম করা জান গরিবী লক্ষণ ॥ সত্য কছম বেশী করিলেও সে মতন * স্ত্রী পুত্রের খোরাক পোষাক বিষয়েতে ॥ সাধ্য রাখি তঙ্গী করা গরিবী চিহ্নেতে * মাটী ও কিচড় দ্বারা হাতকে ধোওন ॥ তাকিয়া লাগাই বাজুর উপরে শোওন * আওরতে স্বামীর নাম ধরিয়া ডাকন ॥ পতিয়ে স্ত্রীর নাম লিয়া ফুকারণ * বে আদবী সাতে খানা করণ ভক্ষণ ॥ অর্থাৎ তাকীয়া লাগাই আহার করণ * আর শুইয়া খানা খাওয়া বে আদাবী হয় ॥ ইহাতে গরিবী আসে জানিবে নিশ্চয় * খাড়াই পায়জামা পরা গরিবী নিশান ॥ বসিয়া পাগড়িকে বান্ধা গরিবী ফচান * হাদিছ সরিপে আসিয়াছে এমতন ॥ খাড়া হৈয়া

পায়জামা পরিবে যেই জন * আর যেই ব্যক্তি বসে বান্ধিবে দিস্তার ॥ এছা শক্ত রোগেতে সে হবে গ্রেপ্তার * কোনও ঔষধে তারে কারী না করিবে ॥ এয়াদ রাখিবে সবে নাহিক ভুলিবে * ছুরির দ্বারায় নাখুনকে তরাষণ ॥ সরমগার দিকে দেখা গরিবী লক্ষণ * ভেলাওত ছজ্দা মধ্যে করণ তাখির ॥ ভোরে বাজারেতে যাওয়া চিহ্ন গরিবীর * কবর স্থানেতে হাসি কৌতুক করণ ॥ গরিবীর চিহ্ন ইহা না ভুলো কখন * বুজরর্গ লোকের আগে নাহিক চলিবে ॥ ইহাও গরিবী লক্ষণ এয়াদ রাখিবে * রোসন সব্জির বাকল লাকড়ির মাফিক ॥ জ্বালান গরিবী নিশান কহিলাম ঠিক * মেরকুটীর জাল ঘর হৈতে দূর করিবে ॥ তাহা না হইলে তাতে গরিব হইবে * বাঁপা পহেলা দেওয়া পায়জমা পরিতে ॥ বাঁ হাত প্রথমে দেওয়া কোর্ত্তার আস্তিনেতে * খেষ কুটম্বের পরে দয়া না রাখন ॥ আর তাদের পরে এহে-ছানী না করণ * গান ও বাদ্যের শব্দ শ্রবণ করন ॥ এসব গরিবী চিন রাখিবে স্বরণ * ফেত্রা ও জাকাত আর ছদকা ওয়াজেবা ॥ গৌণ করা আদায়েতে গরিবী বেসোভা * দুর্ভিক্ষের নিয়তে আনাজ বিক্রয় না করে ॥ বন্ধ রাখা বেশী মুল্য লইবার তরে * ইহাও গরিবী চিন বহুত বুরাই ॥ এছা কামনা করিবে মমিন সভাই * এভাবে চল্লিশ দিন তক যেই জন ॥ ক্রয় বিক্রয় বন্ধ রাখি দিবেক কখন * তার পরে খোদা

সব * বেগর দাওয়াতে খাওয়া গরিবী নিশান ॥ চার পায়ার পরে খাওয়া মোফ্‌লেছি ফচান * লোক পরে জোলম করা গুণার কাজে জিদ ॥ এসব গরিবীর চিন করিনু তাকিদ * কোরাণকে ঘরে রাখি নাহিক পড়ন ॥ কাঁচা গাছ কাটী বেচার ব্যবসা করণ * এসব গরিবীর কাম জান মোছলমান ॥ যে করিবে গরিব সে হইবে নিদান * দৌলতে বে জাওয়াল এক কেতাবের নাম ॥ তাহাতে লিখন আছে এমত কালাম ॥ পাঁচ লোক হামেহাল গরিব থাকিবে ॥ রুজি রোজগারেতে বরকত নাহিক দেখিবে * // প্রথমেতে কাঠুরীয়া হয় যার নাম ॥ কাঠ বেচি খাওয়া তার হামেসা একাম * // দোছরা কসাই জান জানওয়ারের তরে ॥ জবা করি খাও সদা এ ব্যবসা করে * তেছরা যে গোলামের তেজারতী করে ॥ // চতুর্থে সরাবখুরী করে যে পামরে * // পঞ্চমে নামাজী কিন্তু কেতাব না মানে ॥ তাওয়াঙ্গারী না দেখিবে এই পাঁচ জনে * রবিবারে যেই ব্যক্তি নৌক তরাসিবে ॥ গরিব হইবে সেই নেহাত জানিবে * জিনাকারী করে যদি গরিবী আসয় ॥ এক জিনা সত্তর সালের নেকী বিনাশয় * আর্শিতে মুখ দেখা রাত্রে বুরাই নিশান ॥ এয়াদ রাখিবে ইহা যত মোছলমান * শুকুনা চুলে কাঙ্গি করা তেল নাহি দিয়া ॥ গরিবীর চিহ্ন জান না যাও ভুলিয়া * খাড়া হৈয়া আর চলিবার সময়েতে ॥ কাঙ্গি করা লেখে গরিবীর লক্ষণেতে * হাদিছেতে আসিয়াছে নেহাত জানিবে ॥ চলিতে যে কাঙ্গি-

কার ভুক্তা সে মরিবে * .আর যেবা খাড়া হইয়া কাঙ্গি করিবেক॥ নিশ্চয় সে ব্যক্তি ঋণগ্রস্থ হইবেক * জানাবতের কালে নাভির নীচের পসম॥ না কাটিবে কেতাবেতে লেখে এরকম * কেননা সে সব পসম রোজ কেয়ামতে॥ ফরিয়াদ করিবে আল্লা তালার কাছেতে * জিজ্ঞাসা করহ আল্লা এ হতভাগায়॥ কেন মোরে খারাব করিল দুনিয়ায় * দাফন করিবে সেই পসম খাতের॥ কেননা হাদিছে আছে এছাই জেকের * শরীরেতে সে পসম থাকে যতক্ষণ॥ অন্তে তাহা দেখন হারাম ততক্ষণ * জুদা করিলে ও বেগামায় তা দেখন॥ হারাম জানিবে তাহা যত বন্ধুগণ * তোহফাতন্নাছায়ে এক কেতা-বের নাম॥ তাহাতে আছয় জান এছাই কালাম * রাস্তা পরে কুচা গল্লির মধ্যেতে বসন॥ তাও গরি-বীর চিন কেতাবে লিখন * খানা খাওয়া পরে জলদি বাসন ধুইবে॥ তাহা না হইলে সয়তান বাসন চাটীবে * ইহাতে তাহাকে গোস্বা হবে নিরাঞ্জন॥ গারবী আসিবে তাতে না ভুলো কখন * ফজরের নামাজ পাড় মছজিদ হৈতে॥ সকালে বাহির হওয়া লেখে গরিবীতে * আপ্তাব উদয় তক বসিয়া রহিবে॥ জরুর হইলে সবের পিছে নেকলিবে * হাত মুখ ধোওয়া পরে রুমাল দ্বারায়॥ শুখাইয়া লিবে হাত মুখকে সভায় * পরণের কাপড়ের দামান দ্বারায়॥ মোছে করা গরিবীর চিহ্নে ধরা যায় * কাপড় পরণে রাখি ছিলাবে যে জন॥ গরিব

হইবে সেই কেতাবে লিখন * তোহফাতোন্নাছায়ের হাসীয়ার বিচে ॥ মোওলানা আবদুল জলিল ছাহেব লিখিছে * পরণেতে রাখি কাপড় ছিলাবে যখন ॥ দাঁতে কোন লাকুড়ী ধরে রাখিলে তখন * গরিবীর দোষ তাতে হইবে তফাত ॥ আলেম হইতে শুনা গিয়াছে এবাত * খরবুজা কি তেছা কোন ফলের দানাকে ॥ দাওয়া ভিন্ন বে দরকারে ফাড়িবে যে লোকে * বরোকি সে মত ফলের বিচি ও যে জন ॥ বে দরকারে শাঁয ফাড়ি লইবে কখন * দোন ব্যক্তি গরিব হবে কেতাবে খবর ॥ এয়াদ রাখিবে ইহা যত বেরাদর * ফেছকো ফজ্বরীতে যেবা মসগুল থাকিবে ॥ রুজি রোজগারেতে বরকত নাহি সে দেখিবে * অতিশয় নিদ্রা যাইবেক যেই জন ॥ ভুকা ফাকা রহিবে সে কেতাবে লিখন * পদ নীচে রাখি দেওয়া রুটির টুকরাকে ॥ গরিবী আসিবে তাতে জান সব লোকে * বে আন্দাজা খরচ করা গরিবী লক্ষণ ॥ পাকনা দাঁড়ী কাঁচা করা গরিবী কারণ * যে ২ কাজেতে জান গরিবী আসয় ॥ সেই সব ছাড়িলেও যদি গরিব রয় * তাহাতে শুকুর চাহি না খোষ না হবে ॥ যে হালতে রাখে আল্লা রাজি তাতে রবে * বলিলেন নাবিজি اَلْفَقْرُ فَخْرِيْ অর্থাৎ আমার ফখর জানিবে গরিবী * তিন চারি দিন তক পায় দর পায় ॥ উপবাস রহিলেন নবি মোস্তফায় * ভোকের কষ্টেতে পাথর

পেট মোবারকে ॥ বান্ধিতেন হজরত নাব নাম
পাকে * তবু না শুকুর আর বেজার না ছিল ॥
খোদার খুসিতে সদা খোষাল রহিল * বরং এই
মত ফরমাইতেন হজরত ॥ ছহি হাদিছের বিচে
আসিতেছে এমত *

اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني
في زمرة المساكين يعني يا الله زنده رکهه مجهكو
حالت مسكيني مين اور موت كر مجهكو مسكيني
مين اور حشر كر ميرے گروه مسكينونمين

আয় আল্লা মোকে জিন্দা রাখ মেছকিনিতে ॥
মউত করহ ফের মিছকিনি হালেতে * হাসরেতে
গোরো মধ্যে মেছকিন লোকের ॥ হাসর করহ মোর
ছোবহান কাদের * ফকিরী ও গরিবীতে নবি জর
ফকর ॥ মেছকিনের জন্য দোয়া করিতেন ফের *
কেমন উম্মত মোরা কেমন দানাই ॥ গরিবীকে
ঘৃণা করি তায়াঙ্গারী চাই * হজরতের খাছ ২ বহুত
বহুত উম্মত ॥ ভুকা ফাকা রৈল কত পাইল সিদ্দত *
ছেরাজোচ্ছালেকীন এক কেতাবের নাম ॥ তাহাতে
লিখিছে এছা গাজালী ইমাম * ইব্রাহিম আদহাম
যে আলমে প্রচার ॥ কোন ওক্তে হাল তার হৈল
এ প্রকার * খাইবারে কোন বস্তু সঙ্গে নাহি ছিল ॥
বিশ দিন তক মাটী খাইয়া রহিল * ছুফিয়ান ছাওরী
মক্কা সরিপের রাহাতে ॥ খাওনের তোষা কিছু নাহি
ছিল সাতে * পনর দিবস তক বালু সে রাস্তার ॥

খাইয়া ছবর করিলেন নামদার * একমাস দুইমাস তক কোন জন॥ ভুকা ফাকা রহিলেন না করে ভোজন * তবু তারা না শুকুর ও বেজার না হৈল॥ খোদার ফরমানে সদা কায়েম রহিল * এই জমা-নাতে সে অবস্থা হৈল কার॥ কেবা শক্তি রাখে না শুকুরী করে তার * গরিব মমিন ধনী মমিন হইতে॥ পাঁচ শত সাল পূর্ব্বে যাবে বেহেস্তেতে * এই খোষ খবরীও করিয়া শ্রবণ॥ গরিবীতে খুষি নাহি হবে যেই জন * আর কিবা খুসি তার হবে কোন কালে॥ ফল না দর্শিবে কিছু বে ছবর হৈলে * যে ভাবেতে রাখে আল্লা রাজী রবে তাতে॥ নারাজ হইয়া কি করিবে খোদা সাতে * হাত পাও চক্ষু কর্ণ যত ইতি দিল॥ প্রাণ দিয়া বাঁচাইয়া যা কিছু বখসিল * সে সব হৈতে এক বস্তুর শুকুর করিতে॥ সাধ্য কার হবে হৈলে শত গরিবীতে * ওহে আল্লা বারীতালা রাখ যে ভাবেতে॥ শুকুর ছবর আক্রামকে দেও তাতে * এ আরজ কবুল মোর কর ছোবহান॥ ঋণ হৈতে মুক্তি চাই মউত বা ইমান * কবর আজাব হৈতে রাখ বাঁচাইয়া॥ হাসরেতে রহমেতে লিবে উদ্ধারিয়া * ফজলেতে দোজখ হৈতে লবে সারাইয়া॥ বেহেস্তে নবিজি সাতে দিবে মিলাইয়া *

ধনী ও তাওয়াঙ্গার হইবার জন্য কি ২ কাজ করিতে হয়।

ধনী হইবার জন্য কি ২ করা চাই॥ সেই সব লিখিতেছি শুনহ সবাই * হামেসা চাস্তের নামাজ

যে জন পড়িবে ॥ খোদার ফজলে তাওয়াঙ্গার সে হইবে * গরিবী ও চাস্তের নামাজ একসাত ॥ কখন হইতে নারে জানিবে নেহাত * অর্থাৎ চাস্তের নামাজ পড়িবে যে জন ॥ গরিবী তাহার কাছে না রবে কখন * তিন ২ রোজা রাখা প্রত্যেক চান্দেতে ॥ তেরই চৌদ্দই পনরই তারিখেতে * ইহাতেও তাওয়াঙ্গারী জরুর দেখিবে ॥ ফের বহুতর ছোয়াব তাহাতে পাইবে * ফজরের ওক্তে বিশ্রাম নাহিক করিবে ॥ আস্তাগফার পড়িবার আদত রাখিবে * মাতা ও পিতার খেদমত করিবার মোদাম ॥ ধনী হবে যে করিবে এই সব কাম * ছুরে মজাম্মেল পড়া দিনে ও রাত্রেতে ॥ ছুরে জুমাকেও রাত্রে চাহি পড়েলিতে * ইহাতে গরিবী যাবে হবে তাওয়াঙ্গার ॥ একিন করিয়া আমল কর দিনদার * ছুরে ওয়াকেয়া মগরেবের নামাজ পর ॥ হামেসা আদত যেবা রাখে পড়নের * ভুকা ফাকা সেই জন না রবে কখন ॥ বহুত আজমুদা ইহা জান বন্ধুগণ * জরদ রঙ্গের জুতা হামেসা পরিবে ॥ গরিবী ইহাতে কভু নাহিক রহিবে * আকীকের আঙ্গটী পরার আদত রাখিবে ॥ ওয়াদ্ধা করিলে তাহা আদায় করিবে * কিন্তু যদি বদ কাজে ওয়াদ্ধা করিবে ॥ সে অওয়াদ্ধা আদায় করা নিষেধ জানিবে * ঝাড়ু কসী করিবেক মছজিদের বিচেতে ॥ হজ করা চাহি গিয়া মক্কা সরিপেতে * মদিনা সরিপে গিয়া রওজা মেবারক ॥ জেয়ারত করা চাহি বা জওক সওক * তেজারতী

মালের ছদকা আদায় করিবে॥ হামেহাল ঘর মধ্যে হরকা রাখিবে * বুকরী পালিবে তাতে বহুত বরকত॥ জুমার দিন স্নান করা জানিয়া ছুন্নত * তাওয়াঙ্গারী হয় জান এসব কাজেতে॥ আমল করহ সবে একিনের সাতে * জুমার দিন গোছল করা হয় যে ছুন্নত॥ আর যে তাহাতে আছে বহুত বরকত * মর্ম্ম তার এই জান যত বন্ধুগণ॥ গোছ-লের অজু সাতে জুমাকে পড়ন * নামাজের পূর্ব্বে যদি অজু টুটে গেল॥ তাতে সে ছুন্নত আর ছোওাব না রৈল * আশুরার তারিখেতে নিয়মিত হৈতে॥ বেশী করি নানা দ্রব্য হয় যে খাইতে * উহাতে তামাম সাল রুজি রোজগারেতে॥ বরকত দেখিবে আর রবে ফরাগতে * হাত ধুইয়া খানা খাওয়া তাওয়াঙ্গারীর কাম॥ কিন্তু ছুন্নত জানি আমল করিবে মোদাম * দোন হাত না ধুইলে ছুন্নত না হবে॥ খাওনের আগে পরে কর এছা সবে * ইহাতে পাইবে অতি ছোয়াব বরকত॥ করজ থাকিলে তাতে হবে ফরাগত * খেলাল করণ দাঁতে তাওয়াঙ্গারীর চিন॥ অজুতে মেছওাক তেছা জানিবে একিন * অজুতে কল্লির সময় মেছওাক করিলে॥ ছুন্নত আদা হয় আর নানা ফায়দা মিলে * আগে পরে হৈল ছুন্নত আদা নাহি হয়॥ বহুতর কেতাবেতে এমত লিখয় * মোর ফাতাওাতে আর মোস্তাখাবে তার॥ বিস্তারিত রূপে ইহা করিনু প্রচার * তাওয়াঙ্গারীর চিহ্ন হয় বিবাহ করণ॥

সাদি করি ছুন্নত আদা কর বন্ধুগণ * এক বিবা-
হেতে যদি না ছাড়ে গরিবী ॥ তবে ফের করিতে সাদি
কহিছেন নবী * ফজরের ছুন্নতকে পড়া নিজ ঘরে ॥
ইহাতে কুসাদা হয় রুজি ও রোজগারে * হার
নামাজের বাদে তছবি ফাতেমার ॥ পড়িলে গরিবী
যাবে হবে তাওয়াঙ্গার * ছে তছবিকে বলে জান
তছবি ফাতেমার ॥ ছোবহানাল্লা আলহামদু ও আল্লাহু
আকবর ॥ মা বাপের খেদমতে হয় তাওয়াঙ্গার ॥
এতে ছুস্তি করিবে যে হবে গুণাগার * আমলে
কোরাণা বিচে লেখে এ প্রকার ॥ শুনিয়া আমল
কর যত দিনদার * قل اللهم مالك الملك
হতে ॥ সাইনইন কাদির তক ভোরে ও সন্ধাতে *
সাত ২ বার করি শুদ্ধ ও ছহিতে ॥ পড়িয়া লইবে
আয়াত একিণের সাতে * দেইন হইতে তাতে
খালাছ হইবে ॥ গরিবী ছাড়িয়া যাবে তাওয়াঙ্গার
বনিবে * ফের লিখিয়াছে সে কেতাব মাঝার ॥
এয়াদ রাখিবে তাহা যাহাব দরকার *
قل اللهم مالك الملك হৈতে بغير حساب তক
পড়ে শুদ্ধ মতে * ফরজ নফল সব নামাজ বাদেতে ॥
শুইবার ওক্তে ফের পড়ে একিনেতে * বহুতর
পড়িবার আদত করিবে ॥ রুজি ও রোজগারে তাতে
কুসাদা হইবে * মালেতে বরকত হবে গরিবী
যাইবে ॥ খোদার ফজলে বড় তাওয়াঙ্গার বনিবে *

ফের সে কেতাবে মাওলানা আসরাপ আলী ॥
কারী ও হাফেজ সাহা খোদাতালার আলী * এমত
লিখিছে তিনি শুন নেকজাতে ॥ আছে যে ছুরায়
ফাতাহ্ ছাব্বিশ পারাতে * রমজানের হেলাল অর্থাৎ
চান্দকে দেখিয়া ॥ তিনবার সেই ছুরা লিবে যে
পড়িয়া * তামাম বৎসর তার রুজী রোজগারেতে ॥
কুসাদা হইবে খোদার ফজলো করমেতে * ফের
লিখিয়াছে তাতে মাওলানা নামদার ॥ শুনিয়া
এয়াদ রাখ যাহার দরকার * প্রত্যহ এক চল্লিশ
বার চল্লিশ দিন তক ॥ পড়িবেক العزيز না করিয়া
শক * জাহের বাতেনে তাওয়াঙ্গার সে হইবে ॥
ইজ্জত কদর অতি আল্লা তাকে দিবে * খোদা বিনে
মোহতাজ না হবে কাহার ॥ আমল করিয়া ফায়দা
লও দিলদার * ফের সে কেতাবে লেখে মাওলানা
নেককার ॥ الغفار জুমা রোজ পড়ে যে শতবার *
তঙ্গেদস্তী দূর হবে রেজেকে বরকত ॥ হেলাতে না
ছাড় ভাই এহা নেয়ামত * ফের তাতে লিখিছে সে
মাওলানা নুরী ॥ শুনিয়া আমল কর লিখি তা
বাখুবী * الرزاق ফজরের নামাজ আগেতে ॥
পড়িয়া লইবে যেবা এই নিয়মেতে * প্রথমে পশ্চিম
উত্তর কোণে দশবার ॥ পড়িয়া লইবে ঘরে রাখিয়া
শুমার * তার পরে বাকী তিনো কোণেতে পড়িবে ।
দশ ২ বার করি পড়িয়া লইবে * রুজি রোজগারেতে

IMPERIAL LIBRARY

এতে কুমুদা হইবে ॥ আমল করিয়া সবে তাতে ফায়দা লিবে * লেখে ওয়াজ ছিখলানে ওয়ালী কেতাবেতে ॥ পড়িবে তা ফজরের নামাজ পিছেতে * এখতেলাফ মাত্র আগে পরে নামাজের ॥ ইচ্ছা যখন আমল করি ফায়দা লও ঢের * ছুরায় আলামনাশ্‌রাহ্ এসার বাদেতে ॥ তিন বার পড়িলে মুক্ত হবে ঋণ হৈতে * দাওয়াতে মছনুনা বিচে লেখে এ প্রকার ॥ মাওলানা কেরামত আলী নামদার * যে ব্যক্তি পড়িবে এই দোয়া তিন বার ॥ রহমত তার পরে হইবে আল্লার *

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِىْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِىْ

بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ ـ

পাহাড় সমান যদি ঋণ তার হবে ॥ খোদার ফজলে তাহা হৈতে মুক্তি পাবে * একিনে পড়িলে ফায়দা পাইবে আলবত ॥ হজরত আলী বলিলেন এই মত * হেছনে হেছীন কেতাবের হাসীয়াতে ॥ লেখে যাহা লিখিতেছি শুন নেকজাতে * ফরমাইল হজরত রাছুল আল্লার ॥ জুমার দিন যেই ব্যক্তি পড়ে সত্তর বার *

اَللّٰهُمَّ اَغْنِنِىْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَ بِفَضْلِكَ

عَمَّنْ سِوَاكَ ـ

দুই রুমা গুজারীয়া নাহিক যাইতে ॥ তাওয়াঙ্গার হবে সে খোদার ফজলেতে * রাওয়ায়েত করিল আহ্‌মাদ ও তিরমিজি ॥ আমল করহ সবে নিজ সার্থ বুঝি * ফাতাওয়ায় আজেজীয়া কেতাবে লিখিল ॥ সাহা আবদুল আজিজ এমত কহিল * চাস্তের ওক্তে চারি রাকাত নামাজ পড়িয়া ॥ আমল করিবে ইহা একিন করিয়া * ছজ্দাতে গিয়া يَارَبُّ শও বার ॥ পঞ্চাশ বার পড়িবে ফরছুত না হবে যাহার * খোদা চাহে রুজিতে হইবে ফরাগত ॥ পরীক্ষিত চিজ ইহা জানিবে আলবত * ফের সে কেতাব বিচে লেখে এ প্রকার ॥ ইহাও পরীক্ষা করা জান দিনদার * কোনও রাত্রেতে ছুরা ওয়াকেয়ার তরে ॥ পড়িয়া লইবে এই নিয়ম অনুসারে * মগ-বের নামাজ বাদে পড়ে একবার ॥ এসার নামাজ পরে পড়িবে আবার * ফের ফজরের বাদে একশত বার ॥ يَا مُغْنِي চাহি পড়িয়া লিবার * আর যদি বেশী পড়ার সময় পাইবে ॥ এগার শত বার তবে পড়িয়া লইবে * রুজি রোজগারেতে খুব ফরাগত হবে ॥ একিন করিয়া আমল কর ভাই সবে * মুক্ত হইবার জন্য করজ হইতে ॥ এ নিয়ম লেখে ফের সেই কেতাবেতে * প্রত্যেক নামাজ বাদে এ দোয়ার তরে ॥ একিনে পড়িবে তিন ২ বার করে * পরী-ক্ষিত দোয়া এই জানিবে সবায় ॥ কহিল মাওলানা আবদুল আজীজ সহায় ॥

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك
من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل
وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم اكفني
بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك

এসরাকের নামাজ সদা পড়ে যেই জন ॥ গরিবী না রবে তার জান বন্ধুগণ * আর বহুতর ছোয়াব মিলিবে তাহাতে । পড় এই নামাজকে যত নেক জাতে * কোরাণ সরিফ ঘরে রাখন বরকত ॥ পড়িতে পারিলে চাহি করে তেলাওত * নহে তাতে গরিবীতে পড়িবে নেহাত ॥ গরিবীর বয়ানেতে লিখিনু এবাত * কোরাণকে তেলাওত করে যেই জন ॥ বহুত ছোয়াব তাকে দিবে নিরাঞ্জন * কেহু যদি তেলাওত করে বে অজুতে ॥ দশ নেকী দিবে আল্লা হার হরফেতে * অজু সাতে কোরাণকে তেলাওত করিলে ॥ পঁচিশ নেকী দিবে হার হরফ বদলে * বসিয়া নামাজে কোরাণ পড়ে যেই লোকে ॥ প্রতি হরফেতে পঞ্চাশ নেকী দিবে তাকে * খাড়াইয়া নামাজেতে পড়িলে কোরাণ ॥ হার হরফের বদলা পাক ছোবহান * একশত নেকী দিবে ফজলে আপন । নোজহাতন্নাজেবীনেতে লেখে এমতন * এক্তেগ্য নামাজ যদি বসিয়া পড়য় ॥ তা হৈতে দ্বিগুণ

ছোয়াব খাড়াইলে হয় * যে অজু কোরাণ পড়া
গরিবী লক্ষণ ॥ গরিবীর বয়ানেতে করনা দর্শন *
অজু যাতে মিলে যাবে বহুত ছোয়াব ॥ এতে দৃষ্টি
নাহি কর যত সু স্বভাব * যাকে যেই নেয়ামত
দিয়াছে খোদায় ॥ তাহার শুকুর চাহি করিতে
আদায় * ইহাতে সে নেয়ামতে জেয়াদতী হবে ॥
কোরাণে কহিছে এছা আল্লা পাক রবে * বৃহ-
স্পতিবারে না খুনকে তরাসিবে ॥ রুজি রোজ-
গারেতে এতে বরকত দেখিবে * জরদ রঙ্গের জুতা
মুজা যে পরিবে ॥ গরিবী না রবে অর্থশালী সে হইবে *
হাত ধরে অন্ধকে যে পার করে দিবে ॥ খোদার
ফজলে তার গরিবী ছুটিবে * বুধবারে গোছল করিবে
যেই জন ॥ গরিবী না রবে তার জান বন্ধুগণ *
তোহফাতেন্নায়ের হাসিয়া মাঝার ॥ এই মত লিখি-
য়াছে শুন দিনদার * চারি কাম হামেহাল করিবে
যে জন ॥ গরিবী সে ব্যক্তি নাহি দেখিবে কখন *
অজু করা নামাজের ওক্ত না হইতে ॥ মছজিদে
দাখেল হওয়া আজান পূর্ব্বেতে * বেতেরের নামাজ
বাদে না করা কালাম ॥ ফজরের সময়েতে না করা
বিশ্রাম * দরিদ্রতা ছাড়াইয়া ধনী হইবারে ॥ যত
ইতি কাজ আছে সরা অনুসারে * আর ঋণ হৈতে
মুক্ত হইবার তরে ॥ চেষ্টা করিল যদি নানান
প্রকারে * তবু দরিদ্রতা ছাড়াইতে না পারিলে ॥
আর ঋণগ্রস্থ হৈতে মুক্ত না হইলে * শুকুর করিবে
তাতে আর যে ছবর ॥ এতে অতি ছোয়াব দিবে

আল্লা বরতর * আল্লাতালা হৈতে যদি হইবে নারাজ ॥ ছাড়ি তারে আর কারে পাবে কারছাজ * যে হালেতে রাখে আল্লা রাজী তাতে রবে ॥ নারাজ হইলে তবে কার কাছে যাবে * আর যদি অর্থশালী বানাবে খোদায় ॥ তবে তার শুকুর সদা করিবে আদায় * হুকুম অনুসারে তার হামেসা চলিবে ॥ টাকার জোরে কেহ পরে জোর না করিবে * নমরুদ আর ফেরাউন সাদ্দাদ মতন ॥ অর্থ জোরে খোদাকে না হবে বিস্মরণ * খোদাকে না চিনি তারা মগরূর হইল ॥ করিয়া খোদাই দাবী জাহান্নামে গেল * খোদা নাখাস্তা কেহ না হও তেছাই ॥ আল্লার ফরমান মত চলিবে সদাই * সাহা ছেকান্দর আর বাদসা ছোলেমান ॥ কত বড় ছিল আর কেছা আলীসান * তামাম জাহানের কর প্রত্যেকে পাইলা ॥ তবু আল্লার কোন নাফরমানী না করিল * পশু পক্ষী দেও দানব জিন ও ইনছান ॥ মোসা মাছি কীট আদি যতেক হায়ওয়ান * বায়ু তক ছোলেমানের তাবেতে আছিল ॥ তবু খোদার কোন কথা নাহিক টালিল * তেছাই হাসমত আর রোৎবা আছে কার ॥ সেওতো খোদার সদা ছিল তাবেদার * তুমি আমি কোন ছার ছোলেমান কাছে ॥ না মানি খোদার হুকুম ক্ষমতা কি আছে * মর্ম্ম কথা গরিবাতে করিবে ছবর ॥ ধনী হৈলে শুকুর তার কর বেরাদর * হজ ও কোরবাণী আর ফেত্‌রা জকাত ॥ যাকে যে হুকুম করে আল্লা পাকজাত * আদায়

করিবে তাহা বিনি ওজরেতে॥ তরক করিলে তাহা যাবে দোজখেতে * ওহে আল্লা রহমান তেরা খাছ রহমে॥ সবা পরে নেক দৃষ্টি রাখ হার দমে * তাওফিক কর আতা হুকুম মানিতে॥ বাঁচাইয়া রাখ তেরা নাফরমানী হৈতে * নবিজির তরিকেতে সবাকার তরে॥ হামেসা কায়েম রাখ মেহের নজরে * আক্রাম নাপাক বান্দা বড় গুণাগার॥ গুণা খাতা মাফ তার কর পরওয়ার * যদিহ সে গুণাগার তেরা নাফরমান॥ তুইত হামেসা গাফার রহিম রহমান * নাম মত কাম তুই আবশ্য করিবি॥ লা তাক্‌নাতু কহি রহম কি ছাড়িবি * পিতা মাতাকেও মাফ কর আক্রামের॥ খাতা কছুর মাফ কর পীর ওস্তাদের * মরদ আওরত যত আছে দিনদার॥ গুণা খাতা মাফ কর সেই সবাকার * ইমানের সাতে যারা হৈল এন্তেকাল॥ সে সবেও দেও মাফ ওহে জোলজালাল * এই কেতাবকে মোর পড়িতে শুনিতে॥ আর এ কেতাব পরে আমল করিতে * তাওফিক দেও সবে আয় পরওার॥ কবুল করহ এই কেতাব আমার * আমিন ২ আল্লা আমিন ২॥ আমিন ২ বল যতেক মমিন * ১৩২৩ সন হয় বাঙ্গালা সালের॥ শেষ হৈল ১০ই তারিখে আশ্বিনের॥

IMPERIAL LIBRARY

গলতনামা ।

ছাপা	ছত্র	গলত	ছহি
৯	১৫	জান	জানা
১১	৩	গ্রেপ্তার	গেরেপ্তার
ঐ	১৪	পায়জমা	পায়জামা
১৩	১	বার	করে
১৪	৮	বরে	বরৈ
ঐ	২০	হালতে	হালেতে
১৫	১৩	নবিজর	নবিজির
ঐ	১৪	ফকর	ফখর
ঐ	১৬	বহুত ২	বহুত
১৭	১০	করিবার	করিবে
১৮	২০	কল্লির	কুল্লিব
ঐ	২২	হৈল	হৈলে
১৯	৯	আমলে	আমালে
ঐ	১৬	সে	সেই
ঐ	১৭	যাহাব	যাহার
২০	২	আলা	অলা
ঐ	১০	চল্লিল	চল্লিশ
ঐ	১৮	সুরী	থাসুরী
ঐ	১৯	বাখুরী	বাখুবী
২৩	২০	নোজহাতন্নাবিন	নোজহাতন্নাজেরিন
২৪	৩	যাবে	যবে
ঐ	১৪	তোহফাতন্নায়ের	তোহফাতন্নাছায়ের

বিজ্ঞাপন।

দিনদার মোছলমান যত খাছ আম। সবার খেদমতে মোর হাজার ছালাম ॥ তার পরে কর জোড়ে করি নিবেদন। বিদ্যা বুদ্ধি নাহি রাখি হই ক্ষুদ্র জন ॥ সায়েরী ও রচনার না রাখি তাকত। তবু মনের বাসনাতে করিয়া হিম্মত ॥ কোন মতে খোদা পরে ভরসা করিয়া। কতেক কেতাব দিনু প্রচার করিয়া ॥ তোহ্‌ফাতল এছলাম পহেলা কেতাব। মৌলদে দেলপছন্দ দোছরা জান সু-স্বভাব ॥ মোর নাম দেখে সেই কেতাব কিনিবে। নহে জাল করা কেতাব কিনি পাস্তাইবে ॥ তেছরাতে হক নছিহত ছাপাইনু ॥ চতুর্থেতে এই কেতাবকে লেখে দিনু ॥ ফাতাওয়ার কেতাব এক লিখিতেছি এবে। বাঙ্গালা করি যে ফের বুঝে যেন সবে ॥ ফাতাওয়ায় আক্রোমীয়া নাম রাখিলাম। তিন খণ্ডে ছাপাইতে আসা করিলাম ॥ বাঙ্গালা যা করিলাম শুন সে কালাম। মোছায়েলে জরুরীয়া নাম রাখিলাম ॥ প্রথম খণ্ড উভয়ের হইল তৈয়ার। ছাপাইতে ইচ্ছা করি ফজলে খোদার ॥ জরুরী বহুত মোছায়েল লিখিলাম। দলিল ও তাহার সাতে ২ আনিলাম ॥ ফের তাতে মোতাবার ওলামা দ্বারায়। দস্তখত করাইনু জানিবে সবায় ॥ উর্দ্দু কোন রেছালাতে সে সব মাছ্‌য়ালা। নাহি আছে কিবা নাহি মিলে খোলা ২ ॥ আল্লার ফজলে ছাপা যখন হইবে। কেয়ছা ২ মোছলা আছে মালুম করিব ॥ কিন্তু চিন্তাযুক্ত আছি ছাপার বিষয়। আমা হৈতে ইহা আঞ্জাম হয় কি না হয়। দরকার হইল তাতে বহুত টাকার। পন্থ নাহি দেখি কিন্তু ভরসা খোদার ॥ আসা করি দিনদার যত দোস্তদার। মদদ করিবে মোর ওয়াস্তে আল্লার ॥ ইহাতে ছোয়াব পাবে যত মদদগার। কোশেশ আর বাঞ্ছা সফল হইবে আমার ॥ তায়াওনু আলাল বেরে কোরাণ মাঝার। নেক কাজে মদদ কর হুকুম আল্লার ॥ সয়তানের ওছওছা দেলে না আনিয়া। আখেরের তোষা লও সংগ্রহ করিয়া ॥ গুরুতর কতক শব্দ অশুদ্ধ হওয়ায়। গলতনামা লিখি দিনু দেখহে সবায় ॥